Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্য-বাংলায় শব্দ-গঠনের বিভিন্ন রীতি

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	February 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.4
Pages	64-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধ্য-বাংলায় শব্দ-গঠনের বিভিন্ন রীতি

মনোয়ারা হোসেন

উদ্ভব ও বিকাশের দিক থেকে বাংলা ভাষা আর্য ভাষার সাথে সম্পর্কিত হলেও ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক গঠনে বাংলা প্রাচীন বা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সম্পর্কিত ভাষাসমূহ থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। মূলতঃ স্বরসংগতি, শ্বাসযুক্ত ব্যঞ্জনের দুর্বল উচ্চারণ বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রয়োগ প্রভৃতি দিক থেকে এই পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সাধিত রূপের সাথেও বাংলা ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট। লিঙ্গ এবং বচন নির্বিশেষে বাংলার কারক-বিভক্তি এবং তার ব্যাকরণিক অর্থ একই। সংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রত্যয় থাকলেও মধ্য বাংলায় এ পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে বর্জিত হয়েছে।

বাংলা এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার গঠনগত পার্থক্য শব্দগঠন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বাংলায় মূলতঃ তিনটি উপায়ে শব্দ গঠিত হয়—

১. প্রত্যয় বা উপসর্গ যুক্ত হয়ে
২. দ্বিত্বের মাধ্যমে
৩. শব্দ গঠনের মাধ্যমে

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া ছিল—

১. প্রত্যয় বা উপসর্গ যুক্ত করে
২. মূল গঠনের মাধ্যমে

বাংলা ভাষায় মূল এবং প্রত্যয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে ভিন্ন। লক্ষণীয় যে বাংলায় প্রত্যয়ের পরিবর্তন মূলকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করতে পারেনি ; কিন্তু সংস্কৃত শব্দে মূলের ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের বিভিন্ন রীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ সময় উপসর্গ ব্যবহারের উদাহরণ বেশী না থাকলেও প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দগঠন প্রক্রিয়ার উদাহরণ অপ্রচুর নয়। এ ছাড়া দ্বিত্বের মাধ্যমে অথবা শব্দগঠনের মাধ্যমে ভিন্ন অর্থে শব্দের ব্যবহারও কম ছিলনা।

সাধারণভাবে মধ্যযুগে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাংলা শব্দের সাথে অথবা সংস্কৃত থেকে আগত বাংলা ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করার রীতি প্রচলিত ছিল, যেমন—

সংস্কৃত : পার্ব্বণ+ঈ = পার্ব্বণী/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৩৫
প্রাকৃত : ডাল+ঈ = ডালী/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৩১
বাংলা : ঝাঁপ+ই = ঝাঁপি/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৭৯
দেশী : ঠক+আমি = ঠকামি/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৭২
ধাতু : উড়+আ = উড়া/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩৩০

ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ব্যবহার যেমন ব্যাপক তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ সময় থেকেই হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দের সাথে অথবা কৃতঋণ শব্দ থেকে পরিবর্তিত বাংলা শব্দের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন 'ছোলেমান' শব্দটি ফারসী থেকে বিবর্তিত বাংলা শব্দ যার সাথে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে 'ছোলেমানী' যা বিশেষণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩০০)। এ ধরনের উদাহরণ—

ফারসী : কাগজ+ ইয়া=কাগজিয়া—কাগজে/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৭
আরবী : কৈফয়ত+ঈ=কৈফয়তী/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৬৮
হিন্দী : কুঁজড়া+আনী=কুজড়ানী/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৪

এ-সময় বাংলায় অন্যান্য ভাষার প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ফারসী থেকে আগত প্রত্যয় গর/দার ইত্যাদি। এ ধরনের প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হচ্ছে পোতদার (চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯২), চাপগরি (চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৫১)।

বাংলা ভাষায় প্রাচীন কাল থেকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দের ব্যবহার অর্থাৎ ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের বাংলাতেও এ ধরনের শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—

গাড়+আ = গাড়া/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৫
ঝর+আ = ঝরা—ঝারা/রামায়ণ, পৃ. ৮৯
ঝাড়+উ = ঝাড়ু/ইউসুফ-জোলেখা, পৃ. ৩৪
পরস+অন = পরসন/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৪১
পোড়+অন+ই = পোড়নি/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩৭
ফোট+আ = ফোটা/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩৬
বেঢ়+আ = বেঢ়া/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩৬

বাংলা ভাষায় প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দগঠন প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিন্দী ধাতুর সাথে প্রত্যয়ের সংযুক্তি, (হিন্দী ধাতু জোখ+আ=জোখা/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৬) কৃতঋণ প্রত্যয়ের ব্যবহার অথবা কৃতঋণ শব্দের সাথে অনায়াসে কৃতঋণ প্রত্যয়ের ব্যবহার। বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রত্যয়ের উদাহরণ—ফারসী থেকে আগত গর/দার ইত্যাদি। এ ধরনের প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হচ্ছে পোতদার (চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯২); চাপগরি (চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৫১)। কৃতঋণ শব্দের সাথে কৃতঋণ প্রত্যয় যুক্ত শব্দের উদাহরণ—

জমাদার/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৮
জামকী/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৭
দফাদার/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৮
দোতারা/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৭
বরদার/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৭
সদীয়াল/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৮

উপরোক্ত উদাহরণগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, 'জমা', 'দফা', 'বর',—প্রভৃতি আরবী শব্দের সাথে ফারসী 'দার' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে জমাদার/দফাদার/বরদার শব্দগুলি গঠিত হয়েছে। ফারসী 'দোতার' শব্দটির সাথে ফারসী 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দোতারা' শব্দটি গঠিত। ফারসী শব্দ 'সদ', 'জাম' প্রভৃতি শব্দের সাথে যথাক্রমে হিন্দী প্রত্যয় 'ওয়াল' ও 'কী' যুক্ত হয়েছে। প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দগঠন প্রক্রিয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দ-সৃষ্টি। যেমন—

কড়মড়+ই=কড়মড়ি/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৫
ঝাড়ঝাড়+ই=ঝাড়ঝাড়ি/অন্নদামঙ্গল পৃ. ৩২৫

উল্লেখ্য যে, যে সব বহিরাগত ভাষার উপাদান বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সব শব্দ বাংলা শব্দ গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বলা যায়, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধাতুরূপের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাষার প্রত্যয় গ্রহণ ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রত্যয়/উপসর্গ যুক্ত করে শব্দ গঠন প্রক্রিয়া ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরো দুভাবে শব্দ গঠনের প্রবণতা দেখা যায়—

১. দ্বিত্বের মাধ্যমে
২. শব্দ গঠনের মাধ্যমে

দ্বিত্বের মাধ্যমে শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হচ্ছে 'শব্দদ্বৈত' এবং 'অনুকার শব্দ'। **শব্দদ্বৈত** বা একই ধরনের দ্বিত্ব শব্দের মাধ্যমে শব্দ গঠন বাংলাভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যুক্ত শব্দের সাথে এ ধরনের শব্দের সাদৃশ্য এখানে যে শব্দদ্বৈত মূলতঃ দুই বা ততোধিক শব্দ নিয়ে গঠিত অর্থাৎ শব্দের সংযুক্তি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ; তবে যুক্ত শব্দের সাথে এর পার্থক্য যে শব্দ দ্বৈতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের অনুকরণ, যেমন, দিনে দিনে, ঘরে ঘরে ইত্যাদি। মূলতঃ দ্বিত্ব শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া বা অব্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা গঠিত হতে পারে, যার প্রধান দুটি রূপ আছে—

১. সম্পূর্ণ শব্দের দ্বিত্ব (ঘরে ঘরে)
২. শব্দের আংশিক দ্বিত্ব (উফর-ফাঁফর/ ফেরফার)

সম্পূর্ণ দ্বিত্ব কখনো বহুবচনের অর্থে, কখনো কাজের ক্রম/নিত্য অর্থ বা অগ্রগতি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন—

বহুবচনের অর্থে

কাষ্ঠ আনি **বোঝা বোঝা**/চণ্ডীমঙ্গল
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে/রামায়ণ, পৃ. ৮৭

কাজের ক্রম/নিত্য অর্থে বা অগ্রগতি অর্থে

দিনে দিনে শেষ/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩৮
নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে/ঐ, পৃ. ১৪১
ধীরে ধীরে বহে বসন্তের বাএ/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩৮

আংশিক শব্দদ্বৈত কখনো ক্রিয়া বিশেষণের কাজ করে, কখনো বিশেষ্যের—

উথাআ পাথাআ আহ্মা আনিল/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৩৭
রাম রাজা হন দেখি করে **ধড়ফড়ি**/রামায়ণ, পৃ. ৮৯

অনুকার শব্দ শব্দদ্বৈতের অন্তর্গত হলেও এর প্রয়োগ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পৃথক আলোচনা করা হয়। অনুকার শব্দগুলি স্বাধীন ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারেনা বলে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যবাচক শব্দের মত এদের স্বাধীন সত্তা নাই কিন্তু বিশেষ্যবোধক অর্থ প্রকাশে এরা বিশেষ্যের চাইতে বেশী কার্যকর। অনুকার শব্দগুলি কখনো প্রাকৃতিক শব্দের, কখনো মানসিক ভাবের অনুকরণ। এ ধরনের উদাহরণ—

ঝড়ের শব্দ—ঝড়ঝাড়/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৪
নূপুরের শব্দ—রুনুঝুনু/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৩৩
প্রভা প্রকাশক—চকমকি/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৪
ভেকের শব্দ—মকমকি/ ঐ
অন্ধকারের ভাব—ঘুটঘুট/ ঐ, পৃ. ৩২৫
মানসিক ভাব—থরথর/ ঐ, পৃ. ১৬৭

এ ধরনের শব্দে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অনুভূতির প্রতিফলন দেখা যায়। মূলতঃ অনুকার শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে করা, হওয়া প্রভৃতি ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে। এ ধরনের যুক্ততা অনেক সময় বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে উদ্দেশ্যের কাজ বা অবস্থা নির্দেশ করেছে—

হেমঘুঁটে হাতে হরি **কাঁপে থরথর**/ অন্নদামঙ্গল

অনুকার শব্দগুলি বিভিন্ন ভাবের এবং অনুভূতির প্রকাশ ক্ষমতা ধারণ করে বলে কখনো এগুলি কোন শব্দের মূল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যার সাথে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে অন্য কোন শব্দ (বিশেষ্য/বিশেষণ) সৃষ্টি করে। আধুনিক বাংলায় এ ধরনের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া গেলেও প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় বেশ কম। এ ধরনের একটি উদাহরণ হচ্ছে 'ঘুটঘুটে'। এখানে 'ঘুটঘুট' অনুকার মূল হিসাবে কাজ করেছে এবং এর সাথে 'এ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঘুটঘুটে' শব্দটির সৃষ্টি করেছে যা ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে—

'ঘুটঘুটটে' অন্ধকার

বাংলা ভাষায় **শব্দ গঠন** দু-ভাবে হতে পারে—

ক. সাদৃশ্যের সাহায্যে শব্দ গঠন

খ. শব্দ সমন্বয়ের মাধ্যমে শব্দ গঠন

সাদৃশ্যের মাধ্যমে শব্দ গঠন বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে, যেমন, "দ্বীপিছাল" (মহাভারত) শব্দটি যা সংস্কৃত 'দ্বীপিচর্ম' শব্দটির অনুকরণে গঠিত। এ ধরনের উদাহরণ—

সংস্কৃত	বাংলা
বিরহানল	বিরহ পোড়নী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
বিরহ জ্বর	বিরহ-সন্তাপ (ঐ)
পরদার	পরনারী (ঐ)
অঙ্গনা-বল্লভ	রমণী-বল্লভ (ইউসুফ-জোলেখা)
পূরিত	পূর্ণিত (চণ্ডীমঙ্গল)
কটিতট	কটিদেশ (ঐ)

সংস্কৃত 'দুঃখ' শব্দের সাথে 'ইত' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দুঃখিত' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর সাদৃশ্যে 'রুক্ষ' শব্দের সাথে 'ইত' প্রত্যয় যুক্ত করে হয়েছে 'রুক্ষিত' (ইউসুফ-জোলেখা) শব্দটি। সংস্কৃতে 'কু' অব্যয় গঠিত অনেক শব্দ আছে, যেমন কুভোজন, কুপথ্য ইত্যাদি। এর সাদৃশ্যে বাংলাতেও অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে, যেমন 'কুস্বপ্ন, 'কুকথা' কুভাষা, কুবাণী (রামায়ণ) ইত্যাদি। মধ্যযুগে 'প্রতি' অব্যয় শব্দটি অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত, যেমন—

হা পুত্র বলিয়া রানী রাম প্রতি বলে (রামায়ণ)

সংস্কৃতে 'গৃহং গৃহং প্রতি' ইত্যাদির অনুকরণে মধ্য-বাংলায় এই অব্যয় শব্দটির এ ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়—

প্রতি বাড়ী, প্রতি ঘরে (রামায়ণ)

'ফুটফুট' শব্দটি বাংলা বিশেষণ যার অনুকরণে বৈপরীত্যে 'ঘোর' থেকে 'ঘুটঘুট' শব্দটি গঠিত।

শব্দ সমন্বয় বা সংযুক্তির মাধ্যমে শব্দগঠন এবং অবিচ্ছেদ্য একটি ভাব প্রকাশ বাংলা শব্দগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ধরনের গঠন মূলতঃ দুটি শব্দের সমন্বয় যেখানে প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব অর্থ থাকে এবং তা স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু শব্দ দুটি একত্রে অবিচ্ছেদ্য একটি সংহত ভাবকে প্রকাশ করে যা অপর কোন প্রক্রিয়ায় করা যায় না। এ ধরনের ব্যবহার বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সব ধরনের শব্দ সমন্বয়ের বিচার করা সম্ভব নয়। সমন্বয় বা সংযুক্তির মাধ্যমে শব্দগঠন প্রক্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা শব্দের পারস্পরিক সংযুক্তির বা এসব শব্দের সাথে অন্যান্য ভাষার শব্দের সংযুক্তির বিচার করবো যা বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ভাবে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শব্দের সংযুক্তি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন—

সংস্কৃত + বাংলা : গজমুকুতা/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৩২
বাংলা + সংস্কৃত : তিরিবধ/ঐ, পৃ. ১৪৩
প্রাকৃত+বাংলা : নিন্দ ভোল/শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৩৪

ক্রমশঃ এ-ধরনের শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার ব্যবহার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাংলা শব্দের পারস্পরিক সংযুক্তি ছাড়াও এসব শব্দের সাথে দেশী বা বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত কৃতঋণ শব্দের সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া কৃতঋণ শব্দের সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠনও লক্ষ্য করার মত।

আদি মধ্য বাংলায় হিন্দী ও বাংলা শব্দের সমন্বয়ের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, হিন্দী বিশেষণ শব্দ 'আড়'-এর সাথে বাংলা বিশেষ্য শব্দ 'বাঁশী' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'আড়বাঁশী'; আবার প্রত্যয়যুক্ত বাংলা বিশেষ্য 'ছারে' শব্দটির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হিন্দী বিশেষ্য শব্দ 'খারে' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'ছারে খারে'। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের সাথে দেশী বা বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত শব্দের সংযুক্তি লক্ষ্য করার মত। যেমন—

সংস্কৃত+দেশী : বন বাইগুন/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩০৫
সংস্কৃত+ফরাসী : রঙ্গরেজ/ঐ, পৃ. ৩৪৬
সংস্কৃত+হিন্দী : রাজ-ঘড়িয়াল/পদ্মাবতী, পৃ. ৫৩
ফারসী+সংস্কৃত : তীরকর/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৪৫
হিন্দী+সংস্কৃত : তাড়িপত্র/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৮
বাংলা+আরবী : হাতবদল/ঐ, পৃ. ২৯৫
বাংলা+হিন্দী : পাতাসিজ/ঐ, পৃ. ৩০৪
আরবী+বাংলা : মালমাত্তা/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩২৫

বাংলা ভাষায় সংযুক্তির মাধ্যমে শব্দগঠন প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কৃতঋণ শব্দের পারস্পরিক সংযুক্তির মধ্য দিয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি, যেমন—

আরবী+আরবী : গয়র+মালিক=**গরমাল/চণ্ডীমঙ্গল**, পৃ. ৩৪৫
হিন্দী+হিন্দী : গোলা+হাট=**গোলাহাট/ঐ**, পৃ. ২৯৭
ফারসী+ফারসী : লাল+পোশ=**লালপোশ/অন্নদামঙ্গল**, পৃ. ৩২৭

বাংলা ভাষায় আরেক ধরনের সমন্বয়ের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, যা বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের সমন্বয় হচ্ছে **বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়** প্রভৃতি শব্দের পারস্পরিক সমন্বয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ সমন্বয়ের সাথে এ ধরনের বাংলা শব্দ সমন্বয়ের সাদৃশ্য রয়েছে; তবে বাংলা ভাষায় এসব সমন্বয় কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার শব্দ সমন্বয় থেকে পৃথক, যেমন কর্মকারক এবং করণ-অধিকরণ সাধারণতঃ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়; সম্বন্ধ কারক অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্ত হয় বিশেষ্য শব্দের সাথে।

বাংলায় সম্বন্ধকারকের মাধ্যমে ব্যাপক এবং বিস্তৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং সম্বন্ধকারকে ব্যবহৃত বিশেষ্য পারস্পরিক গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষণের চাইতে বেশী ব্যবহৃত। কিছু শব্দ সমন্বয়ের পরিচয়—

বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় : বিশেষ্য শব্দের সাথে বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় বিভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন—

i. সম্বন্ধকারকের বিশেষ্যের সাথে সাধারণ বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। উদাহরণ—

বস্তুবাচক সম্পর্ক

তঙ্কার থলি/চণ্ডমঙ্গল, পৃ. ২৯৩
চন্দন-কাঠের কুড়া/ঐ, পৃ. ২৯৭
দু-পাণের কাচা/ঐ, পৃ. ৩৪২

স্থানবাচক সম্পর্ক

বণিকের বাড়ী/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৩
খিড়কীর পথে/ ঐ, পৃ. ২৯৩

উদ্দেশ্যবাচক সম্পর্ক

মাংসের উধার/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯২
জায়ার সাধ/ ঐ, পৃ. ২৯৮
বীরের অভিলাষ/ ঐ, পৃ. ৩১৪

ii. করণ-অধিকরণের বিশেষ্য শব্দের সাথে সাধারণ বিশেষ্য শব্দ যুক্ত হয়ে বিশেষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কানে কলম হাতে দোত আসিয়া কায়স্থ সুত/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৭

iii. বিশেষ্য শব্দের সাথে পারা, সমান, সহিত প্রভৃতি যুক্ত হয়ে বিশেষণের অর্থে ব্যবহৃত। যেমন—

ঝাঁটা পারা দুটা গোঁপ/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩০১
দেউটি সমান দুটা আখি/ ঐ

iv. অনেক সময় বিশেষ্যের সাথে বিশেষ্যের সমন্বয় গুণ নির্দেশ করে—

অনাথ-মণ্ডপ/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩১৩
ইন্দ্রনীল-পাষাণে/ ঐ, পৃ. ৩১১
রত্ন-সিংহাসন/ ঐ

v. বিশেষ্য শব্দের সাথে বহুত্ববোধক শব্দের সমন্বয় বহুবচনার্থে ব্যবহৃত—

কলিঙ্গ-মণ্ডলে/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩২৬
গগন-মণ্ডলে/ ঐ, পৃ. ৩২৩

vi. দুটি বিশেষ্য শব্দ একটি বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত—

অতিথি-জনার তথা মেলা/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩১৩
বাসাড়ে-জনের তরে/ ঐ

vii. দুটি বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় ক্রিয়া বিশেষণের কাজ করেছে। এ-ধরনের সমন্বয়ে দ্বিতীয় উপাদানটিতে 'এ' যুক্ত থাকে, যেমন—

তুষিহ ভক্তি মনে/রামায়ণ, পৃ. ৮৬

viii. দুটি বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়—

দুধে ভাতে থাকিবেন তোমার সন্তান/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৮২
সাত-পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল/ ঐ, পৃ. ১৮২

বিশেষ্য-বিশেষণ সমন্বয়

i. বিশেষ্য শব্দের সাথে বিশেষণ শব্দের সমন্বয় মধ্য বাংলায় প্রচুর—
বিশেষণ+বিশেষ্য : **চারি হালা** খড়েতে/চণ্ডীমঙ্গল
বিশেষণ+বিশেষ্য : **সরল হৃদয়** রাজা/রামায়ণ
বিশেষ্য+বিশেষণ : সঙ্কট তারিণী/অন্নদামঙ্গল
বিশেষ্য+বিশেষণ : কপাল মালিনী/ ঐ

ii. করণ অধিকরণের বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের সমন্বয় বিশেষণের কাজ করে—

সাজাকুড়া **হীরায় জড়িত**/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৭
রতনে ভূষিত দোলা/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ২৯৭

iii. বিশেষণ শব্দের সাথে বিশেষ্য শব্দের সমন্বয় বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করে—

ভাল ভাগ্য পাটুনী/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৮১

বিশেষ্য+ক্রিয়া সমন্বয়

i. বিশেষ্য শব্দের সাথে দেওয়া/লওয়া/পাওয়া/খাওয়া প্রভৃতি যুক্ত হয়ে শব্দ সমন্বয়ের সৃষ্টি করে। অর্থগত দিক দিয়ে এ-ধরনের শব্দ

সমন্বয় অবিচ্ছেদ্য এবং একটি মাত্র কাজকে নির্দেশ করে। আধুনিক বাংলার মত মধ্য বাংলাতেও এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়।

হাটে হাটে ফুল্লরা **পসরা দিত** মাংস/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৬৬

ii. অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ্য এবং করা, হওয়া ইত্যাদির সমন্বয় শুধুমাত্র ক্রিয়ার সমার্থক নয় তা ক্রিয়া-বিশেষণেরও সমার্থক বটে, যেমন—

না দেখিহ সে সবারে **উর্দ্ধ দৃষ্টি করি**/রামায়ণ, পৃ. ৮৬
চুবড়ী ভরিয়া নিল কদলী মোচা/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৬৮

এ ধরনের সমন্বয় বিশিষ্টার্থেও ব্যবহৃত—

ঘুসঘুসআঁ পোড়ে তোর মন/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ১৩২

বিশেষ্য সর্বনাম সমন্বয়

১. অনুসর্গ যুক্ত বিশেষ্য শব্দের সাথে সর্বনাম শব্দের সমন্বয় বাংলা ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এধরনের সমন্বয় বাক্যের বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে অন্যান্য শব্দের যে সম্পর্ক তাকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং বাক্যের অর্থকে আরো বেশী স্পষ্ট করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 'এ' বিভক্তি যুক্ত শব্দের পরিবর্তে অনুসর্গ যুক্ত বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগে বাক্যের অর্থ অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

সেঁউতীতে
সেঁউতী-উপর } → অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৮১

ক্রিয়া শব্দের সমন্বয়

এ ধরনের সমন্বয় অর্থ বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত—

ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল /চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৯৪
উঠে-পড়ে ঘরগুলা করে দলমল/ঐ, পৃ. ৩২৫
রয়্যা রস্যা দিবে কড়ি/ঐ, পৃ. ৩৩৫
হাড়ি-কুড়ি **গড়ে পেটে**/ঐ. পৃ. ৩৫৬

সর্বনামের সমন্বয়

১. মধ্যবাংলায় সর্বনামীয় সমন্বয় লক্ষ্য করা গেলেও তা পরিমাণ বা অর্থগত দিক দিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়। যেমন—

সবাকারে/রামায়ণ, পৃ. ৮৬
তথাকারে/ঐ, পৃ. ৮৭
একি/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৬৭
যে সকল/রামায়ণ, পৃ. ৮৫

উপরোক্ত উদাহরণের সবা/তথা সর্বনাম দুটির সাথে 'কার' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। একি শব্দটির 'এ' ও 'কি' শব্দ দুটি স্বাধীন এবং বিভিন্নার্থবোধক সর্বনাম; কিন্তু যখন সর্বনাম দুটি সমন্বিত হয়েছে তখন তা মনের বিস্ময়-বোধকে প্রকাশ করেছে। 'যে সকল' সমন্বয়টিতে বিশেষণীয় অর্থ প্রকাশিত।

২. মধ্য বাংলায় সর্বনামীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব সর্বনামীয় শব্দের সমন্বয় ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দ্বিত্ব সর্বনামীয় সমন্বয় বিশেষ্যের অর্থ প্রকাশ করেছে—

কেহ কেহ বলে / চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৩১
কোন কোন জন/চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৩২

৩. সর্বনামের সাথে অব্যয়ের বা অন্য কোন শব্দের সমন্বয় এ সময় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়—

আর যাহা চাও/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৬৬
সেই সে গৃহিনী/অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৬৬
সেই খানে যেতে/ ঐ

এ ধরনের সমন্বয় কখনো ক্রিয়া-বিশেষণীয় অর্থ প্রকাশক (প্রথম/ তৃতীয়), কখনো তা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত (দ্বিতীয়)।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণের প্রবণতা, কৃতঋণ শব্দের সাথে উপসর্গের বা কৃতঋণ প্রত্যয়ের সংযুক্তিতে অথবা কৃতঋণ শব্দের সাথে কৃতঋণ শব্দের সংযোগে নতুন শব্দ গঠনের প্রবণতা সংখ্যাগত দিক থেকে বাংলা এবং সংস্কৃত

শব্দের আনুপাতিক হারে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অধিকন্তু এ-প্রবণতা বাংলা শব্দ গঠন রীতি এবং ব্যাকরণিক গঠনকেও প্রভাবিত করে; ফলে বাংলা ভাষার শব্দগ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত: ইউসুফ-জোলেখা, শাহ মুহম্মদ সগীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৫

২. বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩/১৩৮৫

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত: ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, অন্নদামঙ্গল, ১ম ও ৩য় খণ্ড, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩০৯

৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত : পদ্মাবতী, আলাওল বিরচিত, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা, ১৩৫৬

সহায়ক-গ্রন্থ

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৭

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দ-কোষ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৬৬/৬৭

R. L. Turner : A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan lauguage (vol. 1-3), Oxford University Press, New York, 1966